৪৪

24 JUL 1997

তারিখ ... 24 [illegible] 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... [illegible] ......

দৈনিক বাংলা

প্রাথমিক শিক্ষায় এ ব্যবস্থার অবসান হোক

আমরা সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা থানাধীন চামরদানী ইউনিয়নের কাহালা গ্রামের অধিবাসী। চারদিকে হাওর বেষ্টিত এ গ্রামটি দীর্ঘদিন থেকে অবহেলিত, তাই অনুন্নত। সবচেয়ে অনুন্নত শিক্ষার ক্ষেত্রে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কারো এদিকে নজর নেই। এ গ্রামে একটি রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের দরিদ্র লোকেরা বড় আশা করে তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠায়। তাদের আশা, তাদের সন্তানেরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, শিক্ষার আলোয় তাদের জীবন আলোকিত হবে, সে আলোয় তারা জীবন–জীবিকার নতুন পথ খুঁজে পাবে, পরিবারের দুঃখ ঘোচাবে, অবসান হবে হাওরের জলবন্দী কঠোর সংগ্রামী জীবনের কষ্টের।

কিন্তু তা বুঝি এই হাওরের দেশে আর হওয়ার নয়। আর তা হওয়ার নয় এই শিশু ছেলেমেয়েদের আলোর পথে পথ দেখাবেন যারা, সন্তানবৎ যত্নে শিক্ষাদান করে মানুষ রূপে তাদের গড়ে তুলবেন যারা সেই শিক্ষক–শিক্ষিকাদের চরম দায়িত্বহীনতা আর ক্ষমাহীন কর্তব্যে অবহেলার জন্য। অথচ এই মহৎ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে নিবেদিতপ্রাণ নিষ্ঠার ঐতিহ্যের জন্যই সচেতন মানুষ তাদের মানুষ গড়ার মহান কারিগর বলে অভিহিত করে থাকে এবং শ্রেণীগতভাবে যে কোন পেশার লোক অপেক্ষা তাদের অধিক শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাছাড়া দেশের সরকারও জাতিগঠনের এই মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষক–শিক্ষিকাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে তাদের জীবনযাত্রা অধিকতর সহজ ও স্বচ্ছন্দ করে তোলার প্রয়াসে দফায় দফায় তাদের বেতন–ভাতা বাড়িয়ে এসেছেন, আর আজ তা এমন এক স্তরে উন্নীত করেছেন যা অনেক সরকারী অফিসের কর্মকর্তাদেরও ঈর্ষার কারণ।

কিন্তু এর পরেও আমাদের সম্মানিত শিক্ষক–শিক্ষিকারা তাদের শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব পালনের কি করছেন? বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের অনেকেই এ দায়িত্বকে যেন কোন দায়িত্ব বলেই মনে করছেন না। তারা বিদ্যালয়ে এসে সময় নষ্ট করার চেয়ে সংসারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিজেদের খেত–খামার আর এটা–ওটার ব্যবসাপাতি নিয়েই থাকছেন ব্যস্ত। এ ব্যস্ততায় নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসার তাদের সময় কই? তাই আজ একজন আসছেন তো কাল থাকছেন গরহাজির। কাল তিনজন আসছেন তো দুজন থাকছেন অনুপস্থিত। কেউ নিয়মিত এসেও এক দুটি ক্লাস নিয়ে অন্য কারো উপর দায়িত্ব চাপিয়ে কেটে পড়ছেন। এ ভাবে সপ্তাহে কেউ তিনদিন, কেউ দুই দিন, কেউ বা মাসে মাত্র একদিনের বেশী বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় পদার্পণ করছেন না। অথচ হাজিরা খাতায় নাম তাদের ঠিকই থাকে, মাসে মাসে বেতন–ভাতাও তুলেন তারা নিয়মিতই। আমাদের কাহালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তো চারজন শিক্ষক–শিক্ষিকার মধ্যে এমনও একজন আছেন যিনি সারা বছরে মাত্র এক কি দুই দিন পরিদর্শকের মত বিদ্যালয় ভ্রমণে এসে স্বয়ং ব্রহ্মদর্শন দিয়ে যান। তিনি একজন শিক্ষিকা এবং এলাকার অত্যন্ত প্রভাবশালী এক গ্রামের প্রভাবশালী পরিবারের মহিলা।

তাই তার সম্পর্কে কিছু বলার উপায়, নেই। বলে বা অভিযোগ করে লাভ নেই অন্যদের ব্যাপারেও। কারণ যেখানে বলা হবে উপরে সেই থানা শিক্ষা প্রশাসনের সাথে তাদের ভালো যোগাযোগ আছে। সেখানে কর্মকর্তাদের কি উপায়ে কিভাবে সন্তুষ্ট রাখতে হয় সে কৌশল তাদের ভালো করেই জানা আছে। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষের এখানে কিছু বলার অবকাশ কোথায়? বলে লাভই বা কি? তা নেই। আর তাই এ ভাবেই চলছে পল্লী অঞ্চলে, বিশেষ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবহেলিত হাওর এলাকায় সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচীর বাস্তবায়ন! কিন্তু এভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না। সরকার জাতির ভবিষ্যৎ দেশের শিশু–কিশোর আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক রূপে গড়ে তোলার জন্য জাতীয় কোষাগারের তথা জনগণের অর্থ দুইহাতে খরচ করবেন আর শিক্ষক ও শিক্ষা পরিচালক নামের সর্বপ্রকার নীতিনৈতিকতা বর্জিত বিবেকহীন মানুষের নির্লজ্জ স্বার্থপরতা ও চরম দায়িত্বহীনতার কারণে সে অর্থের এমন অপচয় হবে, জাতির ভবিষ্যৎ আমাদের শিশু–কিশোরদের ভবিষ্যৎ হয়ে পড়বে অনিশ্চিত, তা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। এটা এদের গুরুতর অপরাধ। এ অপরাধ জাতির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার, জনগণের প্রতি প্রতারণার, জাতীয় অর্থ আত্মসাতের— জাতির ভবিষ্যতদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতকে গলা টিপে হত্যার। এসব অপরাধের মানদণ্ডেই এদের বিচার হওয়া উচিত, প্রতিকার হওয়া উচিত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান যাবতীয় অনাচার, অনিয়ম ও অব্যবস্থা এবং অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের। এই বিচার ও প্রতিকার প্রার্থনা করেই একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে এ বিষয়ে আমি শিক্ষা বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করছি।

নিরঞ্জন তালুকদার
কাহালা, মাহমুদপুর
সুনামগঞ্জ।